গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ১২ সংখ্যা | ১ - ৭ নভেম্বর ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শ্রমজীবী জনতার মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক লেনিন

দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১৭-র ৭ থেকে ১৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। দুনিয়ার প্রথম সফল সেই শ্রমিক বিপ্লবের ১০৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে গণদাবীর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

উনিশ শতকের গোড়ায় রাশিয়ায় একদিকে জারের সরকার, তার শক্তিশালী আমলাতন্ত্র, অভিজাত সম্প্রদায় ও লক্ষ লক্ষ পদদলিত কৃষক, অন্য দিকে ক্রমবর্ধমান শিল্প বাণিজ্যের প্রসার। এ রকম আর্থ-সামাজিক অবস্থাতেই জারের বিরুদ্ধে রুশ দেশে বিপ্লব প্রচেষ্টার সূত্রপাত। রাশিয়ায় পশ্চিম ইউরোপ ফেরত রুশ সেনা বাহিনীর একদল অফিসার যাঁরা ফরাসি বিপ্লবের ভাবনা-ধারণায় অনুপ্রাণিত ছিলেন, তাঁদের নিয়েই প্রথমে রুশ দেশে গোপন বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে। ১৮২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর এমনি একদল অফিসার রাশিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ওই দলকেই বলা হয় ডিসেম্বরিস্ট। এর পরই জারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সেন্ট পিটারসবুর্গ, মস্কো প্রভৃতি বড় শহরে গড়ে উঠল গোপন বিপ্লবী চক্র। ১৮৭৬ সালে মাইকেল বাকুনিনের প্রভাবে গড়ে উঠল বিপ্লবী সমিতি।

গুপ্ত সমিতিগুলোর ধারাবাহিকতাতেই নারদনিক বা জনতাপন্থীদের আবির্ভাব

রুশ দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে এই গুপ্ত সমিতিগুলোর ধারাবাহিকতাতেই নারদনিক বা জনতাপন্থীদের আবির্ভাব। প্রথম দিকে প্লেখানভও ছিলেন একজন নারদনিক। পরে বিদেশে গিয়ে মার্ক্সবাদের সংস্পর্শে এসে তিনি নারদবাদের বিরোধিতা করেন। তবে মার্ক্সের শিক্ষাকে যথার্থ উপলব্ধি করে নারদবাদের বিরুদ্ধে শেষ সফল আঘাতটি করেছিলেন লেনিন। সেই সময় নারদনিকদের উপর জারের পুলিশের চরম অত্যাচার নেমে

ছয়ের পাতায় দেখুন

অভয়ার ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার শপথ জুনিয়র ডাক্তারদের

অভয়ার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দেওয়া, মেডিকেল কলেজ সহ সর্বত্র থ্রেট কালচারের অবসানের মধ্য দিয়ে সমাজে দ্বিতীয় কোনও অভয়ার ঘটনা যাতে না ঘটে তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট (ডব্লিউবিজেডিএফ) অনশনমঞ্চ থেকে গণকনভেনশনের আহ্বান জানিয়েছিল।

'আমার বোনের বিচার চাই, শেষ না দেখে আমরা থামবো না'— ২৬ অক্টোবর আর জি কর হাসপাতালে গণকনভেনশনে সমবেত হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হল এই অঙ্গীকার। উপচে পড়েছিল হল। বাইরে নানা জায়গায় জায়েন্ট স্ক্রিনের সামনে ভিড় করেছিলেন আরও অসংখ্য মানুষ। ডাক্তার, আইনজীবী, বিজ্ঞানী, ছাত্র-শিক্ষক সমাজকর্মী সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ এ দিন প্রমাণ করে দিল যে আর জি করে ঘটে যাওয়া নারকীয় ঘটনার ৭৮তম দিনেও এই আন্দোলনের গণচরিত্র পুরো মাত্রায় বর্তমান। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথী সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী, চিত্র পরিচালক ডাঃ কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, আর জি করের মেডিসিন বিভাগের প্রাক্তন

দুয়ের পাতায় দেখুন

● *আর জি কর হাসপাতালে কনভেনশনে উপস্থিত নাগরিকদের একাংশ। ২৬ অক্টোবর*

যদি মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতেই না পারে তবে সরকারের দরকার কী

খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি কমানো দূর অস্ত, বরং তা আরও বাড়বে— জানিয়ে দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তাদের সাফ কথা, মূল্যবৃদ্ধির হার কবে কমবে সেটা এখনও অনিশ্চিত। এমনকি আগামী কয়েক মাসে তেমন কোনও সম্ভাবনাই নেই (বর্তমান, ১০ অক্টোবর ২০২৪)।

'সাফ কথা' ভালো। কিন্তু যদি তা অকল্যাণকর হয় তাহলে তাকে কেউ ভালো বলে না। ক্ষুদ্র পরিসরে যেমন এ কথা সত্য, তেমনি বৃহৎ পরিসরে এবং যদি সামগ্রিকভাবে ভারতের মতো একটি জনবহুল দেশের ক্ষেত্রে হয় তাহলে তা অতি মারাত্মক আকার নিতে বাধ্য। দেশের জনসমষ্টির বাঁচা-মরার প্রশ্নের সাথে এই বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অথচ সরকার চুপ করে বসে আছে। কেন?

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে এই গানের সাথে যথাযথ সঙ্গত করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের পেশ করা তথ্য। মাত্র ১০ দিনের মাথায় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান মন্ত্রক জানিয়েছে, "খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার সেপ্টেম্বর মাসে পৌঁছেছে ৫.৪৯ শতাংশে, গত নয় মাসে যা সর্বোচ্চ। আগস্ট মাসে এই হার ছিল ৩.৬৫ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে মূল্যবৃদ্ধির হার আগস্টে ৪.১৪ শতাংশ থেকে বেড়ে সেপ্টেম্বরে হয়েছে ৫.৮৭ শতাংশ। শহরে ৩.১৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫.৫০ শতাংশ। এর মধ্যে শুধু খাদ্য পণ্যেরই ক্ষেত্রে আনাজের মূল্যবৃদ্ধি ৩৫.৯১ শতাংশ, আলু ৭৮.১৩ শতাংশ, পেঁয়াজ ৭৮.৮২ শতাংশ, ডাল ১২.৯৯ শতাংশ বেড়েছে।"

রাজ্য সরকার লোক-দেখানি একটা টাস্ক ফোর্স করে কিছু অর্থের অপচয় করে চলেছে মাত্র। কার্যকরী কোনও ভূমিকাই তার নেই। বৃহৎ পুঁজিপতি এবং ফাটকাবাজদের স্বার্থই পরিপুষ্ট হয়ে চলেছে। এর পরিণতি কী?

দুয়ের পাতায় দেখুন

৪ নভেম্বর

সারা দেশে যুদ্ধবিরোধী দিবসে গ্রাম-শহরে বিক্ষোভ-পথসভা

●

কলকাতায় মার্কিন দপ্তরে প্রতিবাদ মিছিল

এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটি

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

বাঙ্গালোর মেট্রো রেলে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবে না এসইউসিআই(সি)-র

কর্ণাটকে বাঙ্গালোর মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (বিএমআরসিএল) পরিচালিত 'নাম্মা মেট্রো'য় প্রতিদিন প্রায় ৭ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন। এদের মধ্যে চাকুরে, ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়া দিনমজুররাও আছেন। সম্প্রতি ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব করে যাত্রীদের মতামত চায় ওই সংস্থা। এস ইউ সি আই (সি)-র বাঙ্গালোর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করা হয়। বলা হয়, মেট্রোর ভাড়া বাড়ানো হলে তা ইতিমধ্যেই মূল্যবৃদ্ধিতে বিপর্যস্ত লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রীর উপর অতিরিক্ত বোঝা হিসাবে আসবে। ভাড়া বৃদ্ধির এই প্রস্তাব অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য দলের পক্ষ থেকে বিএমআরসিএল-এর কাছে স্মারকলিপিও পেশ করা হয়।

ভবানীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু
দোষীদের শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ

গত ২৫ অক্টোবর কলকাতার ভবানীপুরে জল জমে থাকা রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান এক যুবক। ২৭ অক্টোবর, অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (অ্যাবেকা) কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি শিবাজী দে-র নেতৃত্বে ৫ জনের এক প্রতিনিধিদল মৃত যুবকের পরিবার ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। এর পর ভবানীপুর থানায় এই ঘটনার জন্য যারা দায়ী, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে অ্যাডিশনাল ওসির কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনাও হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তদন্ত চলছে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এই বিষয়ে অ্যাবেকার পক্ষ থেকে সিইএসসি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কলকাতা পুরসভার মেয়র-ইন-কাউন্সিল (লাইট অ্যান্ড ইলেকট্রিক) এবং এই এলাকার কাউন্সিলরকেও সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে নিহত যুবকের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে সমস্ত রকম সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে।

প্রকাশিত হয়েছে

'অভয়া'র ন্যায়বিচারের দাবিতে রায়গঞ্জে কনভেনশন

২৭ অক্টোবর সিটিজেনস ফর জাস্টিস, উত্তর দিনাজপুরের আহ্বানে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট হলে। জুনিয়র ডাক্তারদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ডাঃ শাহরিয়ার আলম। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রহটপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শাহিদুর রহমান, অধ্যাপক বরেন্দ্রনাথ গিরি, অধ্যাপক মানস জানা, মাধ্যমিক শিক্ষক মাহফুজ আলম, প্রসেনজিৎ সাহা, স্বাস্থ্যকর্মী মামুন আল রসিদ প্রমুখ। মূল প্রস্তাব পেশ করেন প্রদীপ কুমার সরকার। আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তার অনিকেত মাহাতো সহ অন্যদের উপর লাগাতার হুমকি ও আইনি নোটিশ দিয়ে হয়রানির নিন্দা করে আর একটি প্রস্তাব এই কনভেনশনে গৃহীত হয়। চার শতাধিক বিভিন্ন পেশার নাগরিক এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশন থেকে বক্তাদের আলোচনায় বার্তা উঠে আসে এই আন্দোলন কেবল শহরে নয়, গ্রামে-গঞ্জে নিয়ে যেতে হবে।

কনভেনশন শেষে প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক অমল মিত্রকে সভাপতি, প্রদীপ কুমার সরকারকে সম্পাদক, মামণি সন্ন্যাসী ও মামুন আল রসিদকে যুগ্ম সম্পাদক এবং মাধবী দত্তকে কোষাধ্যক্ষ করে সর্বসম্মতিক্রমে ২৯ জনের কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সিদ্ধান্ত, আগামী পক্ষকালের মধ্যে ব্লক স্তরে সিটিজেনস ফর জাস্টিস, উত্তর দিনাজপুরের শাখা কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলবে।

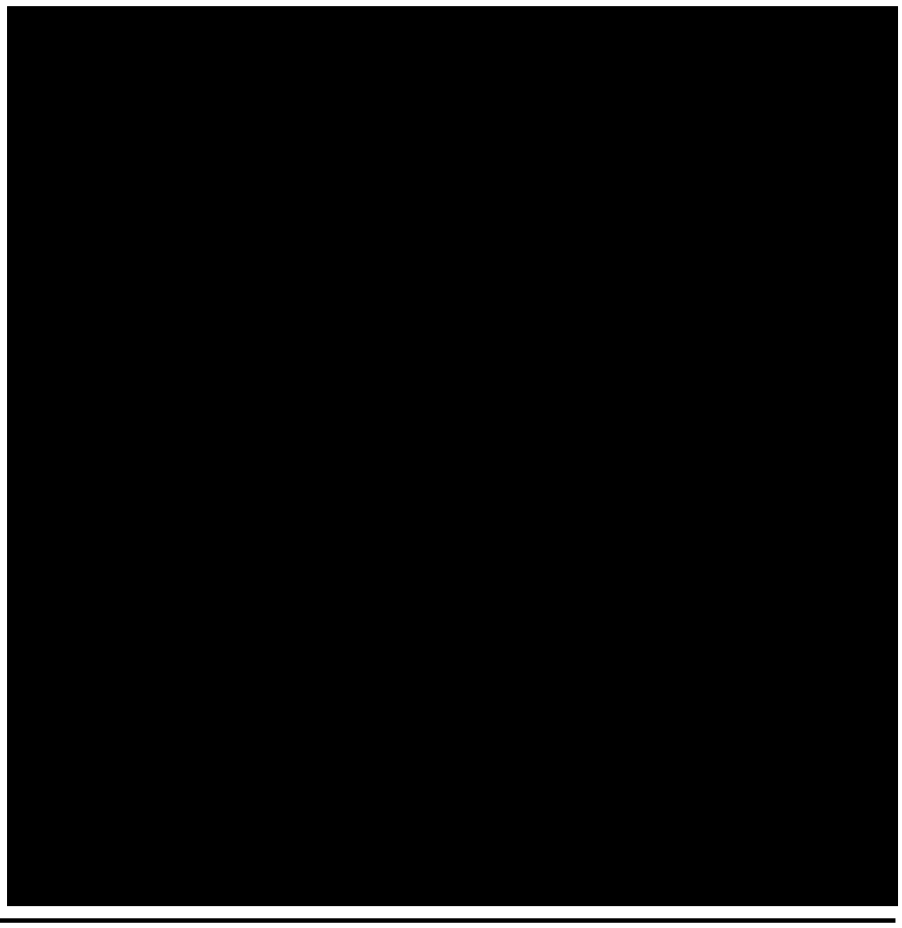

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com